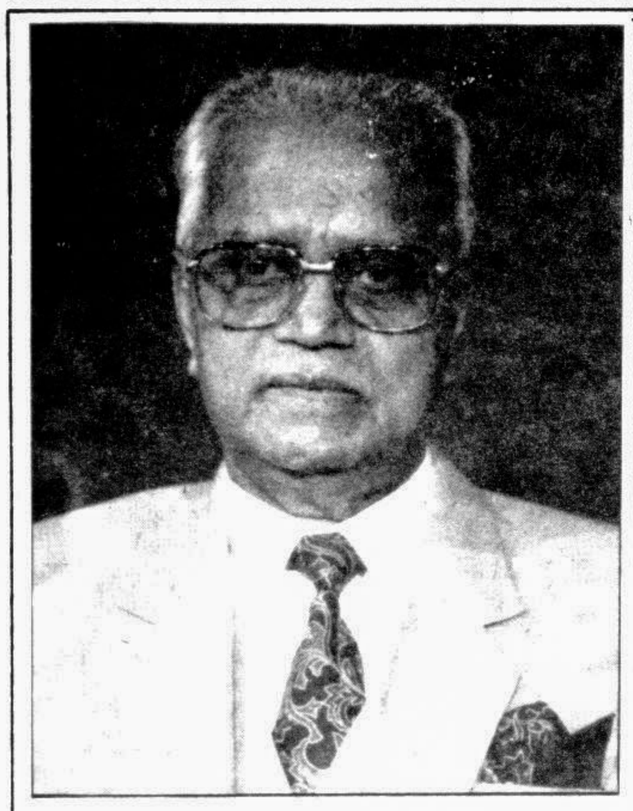

The Daily Star

Special Supplement

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে এবারের মূল বিষয় হচ্ছে- 'সবার জন্য খাদ্য'। বিষয়টি বিশ্ব খাদ্য দিবসের তাৎপর্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিশ্বখাদ্য দিবস পালনের উদ্দেশ্য হলো- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের ব্যবহার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি। ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তিসহ কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক সময়োপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। বাংলাদেশসহ প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য তাই দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়নে ফসল, মৎস্য ও পশুসম্পদ বিজ্ঞানী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের অবদান প্রশংসনীয়। তাঁদের গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে এ ধারাটি উত্তরোত্তর জোরদার হলে বিশ্বখাদ্য দিবসের মূল লক্ষ্য 'সবার জন্য খাদ্য' অর্জনে তা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বিশ্বখাদ্য দিবসের সফলতা কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

Food for all and future agriculture strategy of Bangladesh

M. A. Sattar *

Bangladesh is promise bound to Food and Agriculture Organisation (FAO) of UN to associate itself in fighting against hunger, poverty and malnutrition all over the world.

Like many other countries in the world, Bangladesh which is predominantly an agricultural country, there has been remarkable changes in agricultural economy and agricultural management. But still there are some constraints which have already been identified. Now the process to overcome the constraints is on the rapid move. The present density of population is 806 per sq. km. in the country having an area of 147.570 sq. km., the ratio of inhabitant and land being 1: 0.25 acre. The total cultivable land is 1 crore and 41 lakh hectare and land unsuitable for cultivation is 32.95 lakh hectare. The intensity of cultivation at present is 170% and 61.3% of total population is engaged in agriculture. So there is ample scope to achieve our desired goal for attaining self-sufficiency in food by utilizing easily available manpower and fertile soil.

The total food production in the country rose up from 10.13 million tons in 1973 to 1958 million tons in 1993 and crop intensity from 147% to nearly 170%. This has been possible due to adoption of modern technology by the farmers use of HYV variety, improve seeds, fertilizer, pesticide and irrigation, and above all sincerity of the farmers. Incase of fisheries, the rate of annual GDP from 1985 to 1993 war 4.24%, inspite of that the availability of food per head per day has come down to 10.13 gram only. Considering the present population the country needs 10-15 million tons of Milk 2.5-3.00 million tons of Meat and 1250-1500 million eggs per annum. For development of human body and for maintenance of good health and energy a man requires 61.6% of water, 1.5% protein, 17.0% fats and oils, 6.1% minerals and 6.0 gram of vitamin. All these requirements if put together will help in building up physical, mental and spiritual qualities of woman and man and help them in their participation of social activities.

Food for all is a basic human right and to ensure this basic right we have to ensure the availability of food like rice, pulses, oil, sugar, fish and meat, eggs, fruits and vegetables etc. A balanced food helps in the body growth. It gives energy for work, protects the body from attack of diseases. Water helps in balancing the liquid substance of the body and helps in the excretion of unwanted substances. All the above fact reminds us that we have to ensure supply of food for required calories for every citizen of the country either by producing them inside the country or through import and rational distribution.

Rice is our staple food. At present we can produce 90% of rice and only 20-30% of proteinous our food like fish and meat. As a result we are gradually becoming victims of malnutrition. It is estimated that 66.5% of our population are suffering from various diseases of malnutrition.

Considering the need of 450 gr. of rice or wheat per head per day and the rate of present population growth, we shall require 2 crore 60 lakh tons of rice by 2000 AD for which 1 crore 32 lakh hectares of land (which is $1\frac{1}{2}$ times greater than the present cultivable land) will be needed to be brought under cultivation if present rate of per acre yield is not increased. But there is no scope for increase of cultivable land. On the contrary, the area of cultivable land is gradually declining due to urbanisation process. So the only remedy to this problem is to increase the crop intensity which is 170% at present by adopting cultivation in the same land with more than one crop, adoption of cultivation of diversified crops and over all increase of per acre yield. If we consider 1900-2700 kilo calorie as the standard range for our daily food intake, then we shall have to increase the production of cereal, pulses, oilseeds, fish and meat, sugar and gur etc. by 6-8 times. So in the present situation if we keep the rate of population growth below 2% and daily need of kilo calorie at 1900, we need 11 million hectare of land to meet up the requirement of rice for total population. If 10% of land is kept aside for other crops then the land needed for paddy cultivation will be 12 to 23 million hectares. Besides, 45-50% of agricultural land is inundated by flood where at best 2 crops can be grown in a year. On the other hand it is really very hard to increase the crop intensity upto the desired level of 250%. Further we need to keep 15% of total land free of crop cultivation to maintain environmental and ecological balance.

Data showing the progress of growth in the agriculture sector: 1994/85 (in percentage)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
Agriculture	1.6	2.2	1.8	1.8	0.2
Sub-sectors					
a) Crop	1.2	1.7	0.8	0.5	-2.0
b) Forestry	2.1	2.4	3.0	3.0	4.5
c) Livestock	2.2	3.6	6.2	6.2	9.0
d) Fisheries	5.8	6.5	6.6	8.7	8.5

The reason for lower rate of growth in agriculture sector during 1993-94 and 1994-95 is attributed to continuous drought, flood, other natural calamities and artificial crisis of fertilizer for which the production of T. Aman and Boro was adversely affected while the rate of growth in livestock and fisheries subsector has been significantly increased. For proper supplement of food requirement in addition to cereals, these are need for animal and plant protein which is quite in dearth in the country as a result of which 50% of babies are born underweight, 65.5% of adult population suffers from malnutrition and 75% women and children suffer from anemia.

So to ensure balanced food for our entire population by the end of this century, we need to increase production of various crops as follows Tuber Crops 60-70%, pulses 75-80%, vegetable crop 80-85%, Fruits 20-30%, Fats & oil 50-60% and animal protein 20-30%. To attain success at this end the area under paddy cultivation should be brought down to 80 lakh hectare and utilising this land to produce 2 crore 20 lakh tons of rice by increasing per hectare yield.

There is no denying the fact that in the present availability of cultivable land we cannot do anything in a haste to get higher production. We need to take-up long and short-term sustainable plan for expansion of improved technologies for gradual improvement of soil productivity by utilizing of inorganic fertilizer along with organic manure, adopting appropriate crop rotation and farm management, making arra-ngement for agricultural credit and a sound marketing systems facilitating fair price to farmers, mechanisation and strengthening of Agricultural extension, etc. We have to give due focus on socio-economic condition of the farmers as well.

The slogan 'Food for All' is not the responsibility of Government alone. It is the responsibility of general mass as well who may come forward for active participation with an earnest goal. Finally, the Universal declaration on human right (1948) recognised that "everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food."

* Director-General, Department of Agricultural Extension, Khamarbari, Farmgate, Dhaka1215

বাণী

১৬ অক্টোবর 'বিশ্ব খাদ্য দিবস'। বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশে এ দিবস উদযাপিত হচ্ছে। দিবসটির এবারের মূল ভাব হচ্ছে - সবার জন্য খাদ্য। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ, এসব দেশের অধিকাংশ মানুষের খাদ্যের চিন্তাই প্রথম ভাবনা সে বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। তাই উন্নয়নশীল দেশের জন্য এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের মূল ভাবটি যথার্থ বলে মনে করি।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সকল উন্নয়নের অন্তরায়। উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশ আজ তাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর। বাংলাদেশও এ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গতানুগতিক কৃষিকে প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষিতে রূপান্তরিত করতে অনেকটুকু অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে শুধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করাই সম্ভব হয়নি, পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য অবশ্যই আমাদের দেশের কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষিকর্মী এবং পরিকল্পনাবিদদের অবদান প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ শীঘ্রই হয়ে উঠবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি আদর্শ এবং সফল দেশ।

এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের সাথে যুক্ত হয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ৫০ বর্ষপূর্তি উৎসবের এক নতুন মাত্রা। তাই এ শুভ দিনে আমি খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সে সাথে কৃষিকর্মকান্ডে জড়িত আমাদের দেশের সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মরত বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মেধা কৃষকদের সেবায় তথা কৃষি উন্নয়নে অব্যাহতভাবে নিয়োজিত থাকুক- এ কামনা করছি।

খালেদা জিয়া
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিশ্বখাদ্য দিবস'৯৫ এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ৫০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজকের দিনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তাই এ দিবসটি পালনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বখাদ্য দিবস পালন উপলক্ষে এবারের মূল বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে 'সবার জন্য খাদ্য'।

সবার জন্য খাদ্য- এ মানবিক বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ফসল, মৎস্য ও পশুসম্পদ তথা সার্বিক কৃষি উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গবেষক, বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ, কৃষিবিদ ও কৃষিকর্মী তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সচেষ্ট রয়েছেন, যাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমেও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় আমরা এ বিষয়ে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবো।

বিশ্বখাদ্য দিবস এবং জাতিসংঘের ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে একটি সেমিনার। সেমিনারের সুপারিশ আমাদের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় সহায়তা করবে। এ দিবসটি সুন্দর ও সার্থকভাবে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের গণসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এ আশা করছি। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা যারা এ দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এম, আখতার আলী
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এবারের বিশ্বখাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "সবার জন্য খাদ্য"। শুধু খাদ্য উৎপাদনই নয় মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী অর্থাৎ ফসল, মৎস্য, পশুসম্পদ ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এবারের বিশ্বখাদ্য দিবসের মূলভাবটি তাই খাদ্য উৎপাদনে নিবেদিত কৃষির সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

খাদ্যের সাথে কৃষির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কারণ, কৃষিই খাদ্য উৎপাদনের একমাত্র মাধ্যম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে কৃষি ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হলে খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সংঘটিত এ সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দু'টি পথ রয়েছে। একটি আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ানো এবং অপরটি স্বল্প জমিতে অধিক ফসল ফলানো। এ দুটি বিষয়ের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্য সংরক্ষণ, ব্যবহার ও বিতরণে বর্তমান সরকার সুষ্ঠু নীতিমালা অনুসরণ করেচলেছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ৫০ বছর এবং বিশ্বখাদ্য দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। দেশের নিবেদিতপ্রাণ কৃষক, কৃষিকর্মী, কৃষিবিদ, খাদ্য প্রযুক্তিবিদ ও পরিকল্পনাবিদদের জানাচ্ছি আহ্বান- আসুন আমরা সবাই মিলে "সবার জন্য খাদ্যে"র নিশ্চয়তা বিধানে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষিতে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও পশুসম্পদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য আমাদের শুধু উদ্ভিজ্জ পুষ্টি নয়, প্রাণীজ পুষ্টিরও প্রয়োজন রয়েছে। তাই ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ বিশ্বব্যাপী চলছে সমান গতিতে। এবারের বিশ্বখাদ্য দিবসের মূল বিষয় হচ্ছে- সবার জন্য খাদ্য। এবারের বিশ্বখাদ্য দিবসের এ শ্লোগানটি ফসলের পাশাপাশি পশুসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের আবশ্যকতাও তুলে ধরেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগে দেশের সর্বত্র গড়ে উঠছে বহুসংখ্যক গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির খামার। এতে আমাদের প্রাণীজ পুষ্টির চাহিদা যেমন পূরণ হচ্ছে, তেমনি আর্থিক স্বচ্ছলতাও আসছে কৃষকের ঘরে ঘরে। শুধু পুরুষরা নয়, গ্রামীণ মহিলারাও এসব খামার তৈরিতে এগিয়ে আসছেন। এর ফলে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বখাদ্য দিবস উপলক্ষে গ্রামবাংলার কৃষকদের আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন ফসল উৎপাদনের সাথে সাথে মৎস্য ও পশুসম্পদ খামার তৈরিতে এগিয়ে আসেন। তাছাড়া আগ্রহী চাষী বা খামার মালিক ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য মৎস্য ও পশুসম্পদ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের সমবেত প্রচেষ্টাই 'সবার জন্য খাদ্য' এ আশা বাস্তবায়ন করতে পারে।

আবদুল্লাহ-আল-নোমান
মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy:

অগ্রণী ব্যাংক

জনতা ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক